কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল বিভাগের রিট এক্তিয়ারের অন্তর্গত

উপস্থিতিঃ মাননীয় বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য,

২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৩৫৫২

ড. দিলীপ কুমার পাহাড়ি
বনাম.
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে শ্রী রঞ্জন বাচাওয়াত, অ্যাডভোকেট সৌম্য মজুমদার, অ্যাডভোকেট ভিক্টর চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট এস ঘোষ।

রাজ্যের জন্য: শ্রী সম্রাট সেন, লেঃএএএজি, শ্রীমতি মানালি আলি, অ্যাডভোকেট।

শেষ শুনানির তারিখঃ ২৯. ০৯. ২০২২।

রায় দেওয়া হয়েছেঃ ০৭. ১১. ২০২২।

মৌসুমী ভট্টাচার্য, বিচারপতি.

১. আবেদনকারী একজন বিখ্যাত নেফ্রোলজিস্ট এবং অনেক কৃতিত্ব অর্জন করেছেনটি.আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ২০২২ সালের ১৪ই জানুয়ারি কোলকাতার ওহিও হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের নির্দেশকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ক্ষুব্ধ হন।এর ফলে হাসপাতালের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য হাসপাতালের নিবন্ধীকরণ বিভিন্ন কারণে স্থগিত রাখা হয়, যার মধ্যে আবেদনকারীর নাম হাসপাতালের প্রতিস্থাপন দলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আবেদনকারীর বিরুদ্ধে রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন সংক্রান্ত কিছু মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

২. আবেদনকারী এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কোনও হাসপাতালের সঙ্গে আবেদনকারীর যোগসূত্রের বিষয়ে আদালতের কাছে সুরক্ষা চেয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বলেছেন।

৩. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীরা মানব অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন আইন, ১৯৯৪ (টোহো আইন)-এর উপর নির্ভর করেন এবং দাখিল করেন যে, এই আইনের অধীনে চিকিৎসা অনুশীলনকারীদের ভূমিকা ও মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য ক্লিনিকাল প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা ভূমিকা নিয়ন্ত্রিত হয়।কৌঁসুলি জানান, আবেদনকারীকে শুধুমাত্র ওহাইও হাসপাতালেই নয়, মেডিকাসহ অন্যান্য হাসপাতালেও কিডনি প্রতিস্থাপন দলের সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণ থেকে কার্যত কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।২০২১-এর ডিসেম্বরে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য

পরিষেবা অধিকর্তার কাছে এবং ২০২১-এর আগস্টে আমরি-র পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার কাছে যে আবেদনগুলি পেশ করা হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ সেগুলির কোনও জবাব দেয়নি।কৌঁসুলি জানান, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দুটি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, এই আদালত ২০১৬ সালে এই ধরনের একটি মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়েছে।দ্বিতীয় ফৌজদারি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।আইনজীবীরা অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন।

৪. রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ এএএজি টোহো আইনের বিধানের ভিত্তিতে আবেদনকারীর অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি উত্থাপিত করেন।আইনজীবীর মতে, যে কোনও মানব অঙ্গ বা টিস্যু প্রতিস্থাপনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও কার্যক্রম শুরু করার আগে হাসপাতালকে আইনের ধারা ১৪ এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে এবং আইনের ধারা ১৫ এর অধীনে নিবন্ধীকরণের শংসাপত্র পাওয়ার অধিকারী।যেহেতু নিবন্ধীকরণ কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তির নামে জারি করা হয় না, তাই আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যাখ্যানকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও কারণ বা অধিকার নেই।ওহাইও এবং মেডিকা সহ কোনও হাসপাতালই এই আইনের আওতায় নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানায়নি।কাউন্সেল আইনের ধারা ১৭ এর অধীনে বিকল্প প্রতিকারের বিষয়টিও বিবেচনা করেন, যা আইনের ধারা ১৫(২) এর অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন খারিজ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা করে।কৌঁসুলি জানান, আবেদনকারী বৃক্কের অসুখে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) (জি) অনুচ্ছেদের আওতায় তাঁর মৌলিক অধিকারে কোনও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না।আইনজীবি জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ পুলিশ স্টেশনে ২০২০ সালের একটি মামলার অভিযোগপত্রে আবেদনকারী সহ আরও ১৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এই মামলায় বেআইনি কিডনি প্রতিস্থাপনের দোষে।

৫. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে আদালতে পেশ করা প্রাসঙ্গিক তারিখগুলি নির্দেশ করে যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২০১৪/২০১৫ সালে একটি অভিযোগ মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যার ফলে ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল একটি আদেশ জারি করে যাতে আলিপুরের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন অভিযোগ মামলার কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। ২০১৭’র ৬ই জুলাই একটি রিট পিটিশন দাখিল করে মেডিকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই রিট পিটিশনে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকতর আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয় যেখানে উপরোক্ত নির্দেশ কে বাতিল করা হয় এবং ডিরেক্টর কে মেডিকার লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের আবেদন নিয়ে এগোতে বলা হয়।

এই আদেশের প্রাথমিক কারণ ছিল ২০১৪-র অভিযোগ মামলায় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ।রায়গঞ্জে দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয় গত ২১শে মার্চ।এই মামলায় যে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, আবেদনকারী সেটিকে চ্যালেঞ্জ জানাননি।আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে ২০২১ সালের জুন ও ডিসেম্বর মাসে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকতর কাছে কিডনি প্রতিস্থাপন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি আবেদন করেছিলেন।এরপর মুকুন্দপুরের আমরি হাসপাতাল ডিএইচএস-এর কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিল যে আবেদনকারীকে তাদের কিডনি প্রতিস্থাপন দলের অংশ করা যেতে পারে কিনা।এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি নেই।

অন্যদিকে, ডিএইচএস ২০২২ সালের ১৪ জানুয়ারি ওহাইও হাসপাতালকে জানিয়েছিল যে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ঝুলে থাকার কারণে তাঁর নাম প্রতিস্থাপন দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।উপরোক্ত যোগাযোগ বর্তমান রিট পিটিশনে চ্যালেঞ্জের বিষয়।

৭. তারিখগুলি ইঙ্গিত করে যে, ২০১৫-র বকেয়া দুটি ফৌজদারি কার্যধারার মধ্যে এই আদালতের একটি আদেশ দ্বারা স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল।২০১২ সালের ৯ই মে দায়ের হওয়া একটি এফআইআর থেকে উদ্ভূত ২০২০ সালের অন্য মামলাটি এখনও বাকি আছে। উল্লেখ্য, এই ফৌজদারি মামলার বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত বর্তমানে কোলকাতার প্রায় সব হাসপাতালেই কিডনি প্রতিস্থাপনের কাজে যুক্ত রয়েছেন।রিট আবেদনের অংশ হিসেবে নথিপত্র এই তথ্যের সাক্ষ্য বহন করে।সুতরাং, ওহাইও এবং মেডিকা হাসপাতালের সঙ্গে আবেদনকারীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তা আবেদনকারীকে আলাদা করে দেখাতে পারতেন কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

৮. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেতিবাচক সমতার যে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, অন্যান্য ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত প্রসারিত করে বাড়িয়ে কোনও অবৈধতাকে স্থায়ী করা যায় না, তা নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যে সকল ব্যক্তির প্রতি সমান আচরণের কথা বলা হয়েছে।সংবিধানের ২২৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের হাতে যদি কোনও মামলার বাদী বৈষম্যের শিকার হন, তাহলে তিনি তার উপযুক্ত প্রতিকার চাইতে পারেন।সুতরাং, বকেয়া মামলাগুলিতে অন্যান্য অভিযুক্ত চিকিৎসকদের কিডনি প্রতিস্থাপনের কাজ থেকে বিরত না করার বিষয়টি আবেদনকারীকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা।

৯. মানব অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন আইন, ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মানব অঙ্গ ও টিস্যু অপসারণ, সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপনের জন্য এবং মানব অঙ্গ ও টিস্যু

সমূহের বাণিজ্যিক লেনদেন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে।এই আইনের ৩ (১ক), ১০ (১) (খ) এবং ১২ ধারায় চিকিৎসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।এই আইনের ১৪, ১৫ ও ১৬ ধারায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং এই আইনে নিবন্ধীকরণের বাতিল বা স্থগিতের বিষয়ে ও আলোকপাত করা আছে এই আইনের ১৮ নম্বর ধারায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনও অঙ্গ বাদ দেওয়ার অপরাধের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং কোনো অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রার ওপর ভিত্তি করে ১০ বছরের কারাদণ্ড অথবা রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্টার থেকে ৩ বছরের জন্য নাম বাদ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।এই আইনে প্রত্যেক হাসপাতালে একটি করে ‘অথরাইজেশন কমিটি’ গঠনের সংস্থান রয়েছে যারা এইসব প্রতিস্থপনের আবেদন দেখবে এবং তাঁর সাথে এই ‘অথরাইজেশন কমিটির গঠন, পদ্ধতি এবং কর্তব্য নিয়ে ২০১৪ রুলে ে বলা আছে।

১৯৯৪-এর টোহো আইন এবং ২০১৪-র টোহো বিধিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, অননুমোদিত এবং অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে মানবদেহের অঙ্গ বা টিস্যু বা টিস্যু বা উভয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপসারণ, সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপনের যে কোনও অপরাধ এই আইন দ্বারা পরিচালিত হবে।টোহো আইন একটি সুসংহত আইন, যা প্রতিস্থাপনের প্রতিটি দিক এবং মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বাণিজ্যিক লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কিত।তাই, এই ধরনের বেআইনি প্রতিস্থাপন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইনের আওতায় থেকে কাজ করতে হবে যে কোনও অনৈতিক প্রতিস্থাপন প্রতিহত করতে।রাষ্ট্রপক্ষ যেমন আবেদনকারীকে এই আইনের বিভিন্ন ধারার আওতায় আদালতে যাওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেছে, তেমনই রাষ্ট্রকেও নিশ্চিত করতে হবে যে মানব অঙ্গগুলির বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য নিবন্ধীকরণ বা লাইসেন্স বাতিল বা শাস্তির কোনও কাজ যেন ১৯৯৪ সালের আইন এবং ২০১৪ সালের বিধিমালার কাঠামোর মধ্যে করা হয়।

১১. বর্তমান ক্ষেত্রে, রাজ্য এমন ব্যবস্থা নিয়েছে যা বিধিবদ্ধ কাঠামোর বাইরে।এই পদক্ষেপগুলি একসঙ্গে নিয়ে আবেদনকারীকে আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে কার্যকরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।রাজ্য যা করেছে তা আবেদনকারীর ভার্চুয়াল কালো তালিকাভুক্ত বলে অভিহিত করা যেতে পারে।আমি এই আইনের ১৬, ১৮ এবং ১৯ ধারা (নিবন্ধীকরণ স্থগিত/বাতিল, মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণ অথবা মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাণিজ্যিকভাবে লেনদেনের শাস্তি)-এর আওতায় আশ্রয় গ্রহণের পক্ষে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ওহাইও হাসপাতালের নথিভুক্তিকরণ স্থগিত রেখেছে।ফলস্বরূপ, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য ওহাইও এবং মেডিকার নিবন্ধীকরণ আবেদনকারীকে তাদের প্রতিস্থাপন দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০২১ সালের আগস্ট মাসে আমরি-র পক্ষ থেকে আবেদনকারীকে কিডনি প্রতিস্থাপন দলের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও দুটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন।প্রথমত, টোহো আইনের ১৬, ১৮ এবং ১৯ ধারার আওতায় একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যুক্ত করে যেখানে নিবন্ধীকরণ স্থগিত/বাতিল করা অথবা অবৈধভাবে মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা এবং নোটিশে কারণ প্রদর্শন করতে হবেউপযুক্ত কর্তৃপক্ষ রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হাসপাতালটিকে শুনানির সুযোগ দেওয়া হবে।প্রকৃতপক্ষে, টোহো আইনের কোনও প্রাসঙ্গিক ধারায় ফৌজদারি কার্যধারার বকেয়া থাকা বা এই আইনের আওতায় নির্দিষ্ট এলাকায় কোনও ব্যক্তির আইন চর্চার অধিকারের উপর এই ধরনের বকেয়া থাকার প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়নি।সুতরাং, ডিএইচএস-এর পক্ষ থেকে ওহাইও হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে শর্তটি রাখা হয়েছে, তা এই আইনের বাইরে।

১৩. এই বিষয়টি আদালতকে একটি অনুবর্তী ইস্যুতে নিয়ে আসে যে আইনের ধারা ১৭ এর অধীনে আবেদনকারী বিকল্প প্রতিকার পেতে পারতেন কিনা তা নিয়ে। ১৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনও অনুমোদন কমিটি, কোনও ব্যাক্তির , তাঁর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন বা অপসারণের আবেদন অনুমোদন না করেন অথবা নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন করেন অথবা নিবন্ধীকরণ বাতিল করার নির্দেশ দেন, তা হলে সেই ব্যাক্তি ৩০ দিনের মধ্যে তাঁর পরিস্তিতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের কাছে আপিল করতে পারেন।২ (গ) ধারায় বর্ণিত এবং আইনের ৯ ধারায় বর্ণিত অনুমোদন কমিটির কোনো আদেশের অবর্তমানে আবেদনকারী এ ধরনের বিধিবদ্ধ প্রতিকার পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।(৩) ধারা ১৭ এর অধীন আপীল দায়ের করা যাবে যদি কোন ব্যক্তি অনুমোদন কমিটির কোন আদেশে সংক্ষুব্ধ হন এবং তাও শুধুমাত্র অনুমোদন, নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল অথবা নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে।

যেহেতু উপরোক্ত পরিস্থিতিগুলির কোনটিই অনুমোদন কমিটির কোনও আদেশের ফলে উদ্‌ভূত হয়নি, তাই আবেদনকারীকে বিধিবদ্ধ পথে সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রারম্ভিক বিন্দুটি পাওয়া যায়নি।

১৪. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অন্য বিষয়টিও একই ধরনের ভুল ধারণার শিকার।ওহাইও বা মেডিকা কেউই এই আদালতের কাছে প্রতিকার চাইতে পারত না, কারণ কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিবন্ধীকরণের জন্য কোনও স্পষ্ট আদেশ ছিল না এবং নেই।যদিও আইনের ১৪ নম্বর ধারায় কোনো মানুষের অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে

হাসপাতাল নিবন্ধীকরণের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে চ্যালেঞ্জের মুখে প্রেরিত এই চিঠিতে ওহাইও হাসপাতালের নিবন্ধীকরণের আবেদন স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছে।যোগাযোগের শেষ হয় এর নিম্নোক্ত-পাঠ্য হুমকি দিয়ে।আপনার শ্রেণীবিন্যাস পাওয়ার পর.....২০২২ সালের ১৪ই জানুয়ারির চিঠিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারীর নাম হাসপাতালের প্রতিস্থাপন দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।সুতরাং, সংশ্লিষ্ট হাসপাতালটি এই চিঠির বিরুদ্ধে স্বস্তির জন্য এগিয়ে আসতে পারত এই যুক্তিটি ব্যর্থ হয়ে যায় কারণ এই হাসপাতালটির আদালতে আসার কোনও কারণ ছিল না।১৯৯৪ সালের টোহো আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি থেকেও এই যুক্তিটি সমর্থন পায় না।

১৫. তদুপরি, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা বিচারাধীন রয়েছে এই কারণে অভিযোগপত্রে এই শর্তটি অন্তর্ভুক্ত করা ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মৌলিক অনুশাসনের পরিপন্থী, যা হ 'ল দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তি নির্দোষ।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ একটি কার্যপ্রণালীর প্রাক বিচার করতে চাইছে এবং আবেদনকারীকে শাস্তি দিতে চাইছে এমন কোনও অপরাধের জন্য যা এখন কোনও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমানিত হয়নি,- উল্লেখ্য ব্রজেন্দ্র সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য; (2012)4 SCC289

১৬. বাসাভারাজ বনাম স্পেশাল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার (২০১৩) ১৪ এসসিসি ৮১-এ আগে যা করা হয়েছিল তা চিরস্থায়ী করার কথা বলা হয়েছে।সেই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের কার্যকরী কাজকর্মের ওপর বেশি জোর দিয়েছিল।বর্তমান মামলায়, অন্যান্য নেফ্রোলজিস্টদের বকেয়া ফৌজদারি মামলার অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোলকাতার শীর্ষস্থানীয় হাসপাতালগুলিতে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।আবেদনকারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নেতিবাচক সমতার যুক্তির আশ্রয় নিতে পারে না।

১৭. আবেদনকারী এখনও নেফ্রোলজিস্ট হিসেবে কাজ করে চলেছেন এবং তিনি তাঁর কাজ থেকে উপার্জন থেকে বঞ্চিত নন, এই সত্যটি কোনও প্রতিরক্ষা নয়।সংবিধানের ১৯ (১) (জি) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারীকে যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং লঙ্ঘিত হয়েছে ওহাইও ও মেডিকা হসপিটালের ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন দলের সদস্য না হওয়ার জন্য।এই বঞ্চনার ফলে শুধু উপার্জনই নয়, সুনামও নষ্ট হয়।তাছাড়া, আবেদনকারীর বয়স ৭০-এর মাঝামাঝি এবং তিনি বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যধারার ছায়ায় থাকতে পারেন না, যেখানে শাসক আইনে এ জাতীয় কোনও বাধা নেই।সর্বোপরি, প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা রয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বা অভিযোগ (যদিও তা আজও প্রমাণিত হয়নি) বন্ধ হোক এবং তার কাছে ন্যায়সঙ্গত ন্যায়বিচার ও মুক্তির প্রত্যাশা রয়েছে।

আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২০১৪/২০১৫ এবং ২০২০ সালের ফৌজদারি মামলাগুলির কোনও নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে।আবেদনকারীকে তাদের প্রতিস্থাপন দলে অন্তর্ভুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পরিণতিও হাসপাতালগুলিকে বহন করতে হয়েছে।

১৮. উপরোক্ত কারণগুলি বিবেচনা করে ২০২২ সালের ডব্লিউপিএ ৩৫৫২-এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।২০২২ সালের ১৪ই জানুয়ারির এই চিঠিটি বাতিল করা হয়েছে।প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিবাদী যেন ১৯৯৪ সালের মানব অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন আইনের আওতায় নথিভুক্ত হাসপাতাল ও ক্লিনিকাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে একজন চিকিৎসক হিসেবে তাঁর পেশা চালিয়ে যেতে পারেন। প্রতিবাদীগন আবেদনকারীকে প্রতিস্থাপন দলে রাখার জন্য হাসপাতাল ও ক্লিনিকাল প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনও রকম শাস্তি দেওয়া হবে না।

১৯। রিট আবেদনটি তদনুসারে নিষ্পত্তি করা হয়।

এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(মৌসুমী ভট্টাচার্য, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.